182 96 868

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No.

পুস্তক संख्या
Book No.

रा० पु०/N. L. 38.

H7/Dte/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG.

RARE BOOK

No 143 June, 1875

বামাবোধিনী পত্রিকা

(সচিত্র)

THE BAMABODHINI RARE BOOK

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः

১৪৩ সংখ্যা | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

সূচী।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভার সাহায্যে
ভারত সংস্কার সভা হইতে
প্রকাশিত।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার
১১ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ।০ আনা।

NATIONAL LIBRARY
CALCUTTA

বামাবোধিনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহক দিগের নিকট হইতে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

২। বাকী মূল্য প্রদান করিতে একমাসের অধিক বিলম্ব হইলে মফঃস্বলের পত্রিকা বন্ধ হইবে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

৪। ষাণ্মাসিকের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ষাণ্মাসিকের এই দুই মাত্র সময় থাকিবে।

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	২।০
মফঃস্বলের (ডাকমাসুল সমেত)	২॥৵

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।

কলিকাতার জন্য ...	১৵০
মফঃস্বলের (ডাকমাসুল সমেত)	১।/০
প্রতিখণ্ডের মূল্য	।০

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১০ম ভাগ অর্থাৎ ১২৮১ সালের দ্বাদশ সংখ্যা একত্র উত্তম বিলাতী কাপড়ে বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ২৸০ মাত্র। সামান্য রূপ বাঁধান চাহিলে ২॥০ টাকা লাগিবে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

ভারত সংস্কারক।

১২৮০ বৈশাখ হইতে এই নূতন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র খানি ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছু গণ বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে জ্ঞাতব্য সমুদায় জানিতে পারিবেন।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক ...	৬ টাকা	৭॥০
" ষাণ্মাসিক ...	৩।০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক ...	২ "	২।৵০
প্রতি সংখ্যা ...		।০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

১৪৩ সংখ্যা | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৮২। | ১১ শ ভাগ

ত্যাগ স্বীকার।

ত্যাগস্বীকার—একটী গুণের কথা আমাদিগের পাঠিকাগণ কি শুনিয়াছেন? শুনুন না শুনুন, তাঁহাদিগের অনেকে কাজে যে এ গুণের পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা আমরা জানি। পরের সুখের জন্য অথবা কোন সৎকর্ম্মের জন্য আপনার সুখ ত্যাগ করা ও কষ্ট স্বীকার করাকে ত্যাগ স্বীকার বলে। আমি আপনি না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইব, আপনি কষ্ট সহ্য করিয়া অন্যকে সুখী করিব, ধর্ম্মব্রত পালন করিবার জন্য কঠোররূপে জীবন ধারণ করিব ইহারই নাম ত্যাগ স্বীকার। আমাদিগের রমণীগণ যখন সন্তান পালন করেন, স্বামি সেবা করেন অথবা পরিবার ও আত্মীয়দিগের সুখ সাধন ও দুঃখ মোচন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন এই ত্যাগ স্বীকারের শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে পতিত হয়। কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর ত্যাগ স্বীকারও তাঁহাদিগের জীবনে আছে। পরলোক গত স্বামীর উদ্দেশে যে সকল বিধবা নারী সর্ব্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন অথবা কেবল পুণ্য সঞ্চয় হইবে বলিয়া উপবাস ও অন্যান্য কষ্ট বহন করে, তাঁহাদিগের জীবনে স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়। প্রাচীনা হিন্দু রমণীগণের মধ্যে এই ভাব আরো জাজ্বল্যমান। তাঁহাদিগের

অনেক অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আছে বটে এবং সেই জন্য অনেক স্থলে তাঁহারা ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলেন; কিন্তু পরোপকার ও ধর্ম্ম সাধন জন্য স্বার্থ ত্যাগের যে অনন্ত ফল তাহা তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন।

ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন কোন ধর্ম্ম সাধন হয় না। মানুষের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ অহঙ্কার প্রভৃতি প্রবৃত্তি সকল অত্যন্ত প্রবল, তাহারা মনকে সর্ব্বক্ষণ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত করে। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বশে চলে, সে আপনার হিতাহিত বুঝিতে পারে না, ক্ষণিক সুখ পাইবার লোভে তৎক্ষণাৎ কুকর্ম্ম করিয়া ফেলে। প্রবৃত্তি সকল যত প্রবল হয়, মন তত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মানুষ তত পাপ অভ্যাস করিতে থাকে। যে ব্যক্তি রাগে অধৈর্য্য হইয়া কাহারও মস্তক ছেদন করিল, যে ব্যক্তি লোভে পড়িয়া অন্যের সর্ব্বস্ব হরণ করিল, যে ব্যক্তি অহঙ্কারী হইয়া গুরুজনকে অপমান করিল সে কেবল প্রবৃত্তির বশে এইরূপ কুকাজ করিয়া ফেলিল। এই জন্য প্রবৃত্তি সংযম বা দমন করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দেন। কিন্তু প্রবৃত্তি সংযম বা দমন করিবার মূল মন্ত্র কি? ত্যাগ স্বীকার করা। যাহার রাগ বড় প্রবল, সে যদি মনে রাগ আসিবা মাত্রেই তাহা বুঝিয়া মুখ বন্ধ করে, এক হস্ত অন্য হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে অর্থাৎ রাগ প্রকাশ করিলে মনে যে সুখ হইবে তাহা পরিত্যাগ করে, তাহার রাগ দমন হইয়া যায়। এক ব্যক্তির কোন বস্তুতে অত্যন্ত লোভ, সে যদি সেই বস্তু পাইয়া যে সুখ হয়, তাহা গ্রহণ করিতে না চায় এবং সে বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহার লোভ অনেক কমিয়া যায়। যে ব্যক্তি এমন ঘোর স্বার্থপর যে সকলের ক্ষতি করিয়া আপনার লাভ করিতে চায়, সে যদি পরের সুখের জন্য আপনার লাভ ছাড়িতে অভ্যাস করে, তাহার স্বার্থপরতা চলিয়া যায়। এইরূপ ত্যাগ স্বীকারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কামী ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয়, রাগী ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, লোভী ব্যক্তি নির্লোভ, অহঙ্কারী ব্যক্তি বিনয়ী ও স্বার্থপর ব্যক্তি দয়াশীল হইয়া থাকে। যাহার মন কেবল সংসারে আসক্ত, ত্যাগ স্বীকার দ্বারা তাহার মনও ঈশ্বরপ্রেমী হইয়া থাকে।

বিলাসিতা ত্যাগস্বীকারের বিপরীত ভাব। যদি আপনি ভাল খাইব,

ভাল পরিব, অন্যকে ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব দেখাইব; পরে কষ্ট পায় পাউক, বাঁচে বাঁচুক মরে মরুক্ দেখিয়াও দেখিব না এবং আপনার শরীর ও মনকে কখন কোন কষ্ট দিব না, এইরূপ ভাব স্বার্থপরতা ও পশুর ভাব। এখন আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহাতে অনেকটা এই ভাবেরই পরিচয় দেয়। ইহাকে অনেকে উন্নতি বলেন, কিন্তু আমরা অধোগতি মনে করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় নব্যা রমণীগণের মধ্যে এই স্বার্থ সুখের ভাব অধিক-তর প্রবেশ করিতেছে। প্রাচীন কালের একজন হিন্দু রমণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত, তুমি কিরূপ হইতে চাও? তিনি বলিতেন, "আমি যেন পতিব্রতা হই, ধর্ম্মনিষ্ঠা হই এবং স্বামী পুত্র সকলকে সুখে রাখিয়া আগে মরিতে পারি, তা হইলে পরকালে ভাল হবে, পরকালে সুখে থাকিব।" সেকালের মৈত্রেয়ী নাম্নী একটী ঋষিপত্নীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ধনেতে পরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বরী হই-তেও তিনি ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়া-ছিলেন, "এ সকলে আমার প্রয়োজন নাই, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।' যদ্দ্বারা আমি অমর অর্থাৎ নিত্য সুখের অধিকারিণী হই[illegible] না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? এখনকার নব্যা রমণীগণের রুচির সহিত এ সক[illegible]ল কথা কতদূর সংলগ্ন হয় আমরা বলিতে পারি না, তাঁহারাই ভাবিয়া দেখিতে [illegible]পারেন। কিন্তু আমরা এইটী দেখিতে পাই, ইহলোকের সুখের জন্য তাঁহ[illegible]াদিগের ইচ্ছা বাড়িতেছে। এখনকার এক-জন রমণী স্বামীকে সেবা[illegible] করিতে চান না, স্বামীর নিকট সেবা চান; ধর্ম্মব্রত পালন করিবার জ[illegible] ক্লেশ স্বীকার করিতে চান না, বিনা ক্লেশে সুখে সুখে যতদূর হয় চেষ্টা[illegible] দেখেন অথবা যদি ক্লেশ সহ্য করিতে হয় অনিচ্ছা পূর্ব্বক ঔষধ ভক্ষ[illegible]ের ন্যায় করিয়া থাকেন। এক্ষণে অনেকের জীবনের আদর্শ এই, সা[illegible] গোজ করিয়া বিবীর মত হইব, গৃহ কার্য্য নীচ কার্য্য, তাহা করিব[illegible]া এবং অর্থের সংস্থান থাকুক, না থাকুক, বড় মানুষের স্ত্রীদিগের ন্যায় [illegible]বিলাসিনী হইয়া থাকিব।"

সুখের জন্য লোকে[illegible] স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে বটে, এই জন্য লোকে সুখের জন্য এত লাল[illegible]ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সুখেচ্ছা চরিতার্থ করা

অপেক্ষা তাহা দমনে যে অধিক সুখ, ইহা অল্প লোকে জানে। অন্যের সুখের জন্য আপনার সুখ পরিত্যাগে যে অধিক মহত্ত্ব তাহা অল্প লোকে অনুভব করিয়া থাকে। স্বামী অন্ধ বলিয়া গান্ধারী দর্শন সুখ পরিত্যাগ করেন। সার ফিলিপ সিডনি নামে একজন ইংরাজ সেনাপতি যুদ্ধে মৃত-প্রায় হইয়া একটু জলপান করিতে যাইতেছিলেন, দেখিলেন একজন সামান্য সৈন্য পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপাত্রের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে। অমনি হাতের পাত্র তাহার মুখে দিয়া বলিলেন "Thy necessity is greater than mine" আমার অপেক্ষা তোমার জলপান করা অধিক আবশ্যক এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। এ প্রকার ত্যাগ স্বীকার যে অতি মহৎ গুণ, তাহা কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়?

এ দেশের নারীজাতি অতি দুর্ভাগা বটেন, কিন্তু ত্যাগস্বীকার গুণ অভ্যাস করিবার তাঁহাদিগের যেরূপ সুযোগ আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে সৌভাগ্যবতী বলিতে হয়। আমাদিগের সমাজে পুত্র অপেক্ষা কন্যার, ভ্রাতা অপেক্ষা ভগিনীর, স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর সমাদর ও অধিকার অধিক, এজন্য নারীজাতিকে অনেক সময় অনেক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। নারীগণের সমাদর ও অধিকার পুরুষগণের তুল্যানুরূপ হইয়া পড়ে যে তাঁহাদিগের প্রতি ন্যায়ানুরূপ ব্যবহার করা হইবে কে ব[illegible]লিতে পারে? কি[illegible] বর্ত্তমান অবস্থায় নারীগণ অধিকতর জ্ঞানাপন্ন [illegible] সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া ত্যাগ স্বীকার ধর্ম্ম অধিক শিক্ষা করিতে পারেন। [illegible] ভ্রাতার সুখে ভগিনী যদি সন্তুষ্ট হন, স্বামীর সেবাতে স্ত্রী যদি সাধ্যমত [illegible]ষ্টা করেন, তাহাতে ধর্ম্মতঃ তাঁহাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না এবং মনের [illegible] সুখ বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। আপনি কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া অন্যের সুখবর্দ্ধন করিব, প্রাচীন হিন্দু নারীগণের এইরূপ আশ্চর্য্য সদ্ভাব [illegible]দেখা যায়। ইহা আমরা যত আলোচনা করি, ততই মুগ্ধ হই। যে র[illegible]ণী ক্ষুধার্ত্ত অতিথি গৃহে আসিলে আপনার গ্রাসের অন্ন তাহাকে দেন, [illegible]ড়িত আত্মীয়ের সেবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ করেন, [illegible]নার বস্ত্রালঙ্কার দিয়া দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করেন এবং মৃত [illegible]ীর স্মরণার্থ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন, মান[illegible]তির মধ্যে তাঁহাকে

দেবতা বলিয়া তাঁহার চরণে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। নব্যাগণ বিলাস প্রিয়া না হইয়া প্রাচীনাদিগের ত্যাগ স্বীকার ধর্ম্মে ভূষিত হন এবং অন্যকে সুখী করিয়া পুণ্যবতী ও সুখী হইতে চান, এইটী দেখিতে আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ।

ইন্দুমুখীর নিকট হেক্তরের বিদায়।

(২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

নীরবিলা সুবদনী! বীণা-ধ্বনি যথা
নীরবে ছিঁড়িলে তার! স্ফুরিল না কথা
শোকাবেগে মুখে আর! চিত্র কুহরিয়া
থামিলা বিশ্রাম হেতু কলকণ্ঠ-প্রিয়া!
মৃদু মন্দ ওষ্ঠাধর কাঁপিল চঞ্চল—
কাঁপে যথা গোলাপের সুকোমল দল
সুমন্দ বসন্তানিলে, অথবা কাঁপিয়া
নাচি নাচি বীচি মাঝে, হেলিয়া দুলিয়া
চমকে চারুশাম্বক!* সজল নয়ন
প্রকাশিলা মনোভাব করি বরিষণ!
যতনে মুছায়ে অশ্রু বীরেন্দ্র বসনে
উত্তরিলা মৃদু হাসি প্রকাশ নয়নে
অন্তর-উল্লাস ভাব,—" পালনীয় চির
তব বাণী, প্রিয়ে! আমি রক্ষিব প্রাচীর!
কেবল প্রাচীর কেন? ভার মম প্রতি
সংগ্রামের সমুদায়, আমি সেনাপতি।
নগর করিব রক্ষা, ভাবনা কি, প্রিয়ে!
কেন এত শোকাকুল, কিসের লাগিয়ে?
বীরপত্নী হ'য়ে হেন বলিলে কেমনে?
কাপুরুষ মত র'ব নগরে, ললনে?

* পদ্ম।

বাহিরে বাহিনীগণ আমার কারণ
সমর অনলে দিবে আহুতি জীবন ?
কুতূহলে বসি আমি ইলিয়ানোপরে,
দেখিব সকল ? প্রাণ বলিতে শিহরে !
বীর প্রসবিনী ত্রয়—যা'র সুত-গণ,
অদ্বিতীয় যোধ, বলী, এক একজন—
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ, নিপুণ পণ্ডিত,
ভুবনে যা'দের কীর্ত্তি বিশেষ বিদিত !
এ হেন সেনার হয়ে সেনানী প্রধান,
ত্যজিয়া সমর-ক্ষেত্র—গৌরবের স্থান,
কাপুরুষ ভীরু মত সভয় অন্তরে,
বন্দীভাবে বদ্ধ র'ব নগর ভিতরে ?
কি বলিবে বীরগণ করিয়ে শ্রবণ ?
কি ক'বে দেশের লোক ? পৌরাঙ্গনাগণ—
যাহাদের সহিত করিব অবস্থান,
তাহারাই কি বলিবে ? নাম, ডাক, মান,
পূর্ব্বতন কীর্ত্তি যত হ'বে কলঙ্কিত !
অপযশ অগ্রে, প্রিয়ে ! মৃত্যু বিহিত।
যৌবন প্রারম্ভাবধি দীক্ষিত সংগ্রামে
সদত উন্মাদ চিত্ত সংগ্রামের নামে,
পরম আনন্দ যা'র পাইলে সমর—
আজি কি সে বদ্ধ র'বে নগর ভিতর ?
আজি—যবে শত্রুকুলে ফুলে অহঙ্কারে
ঘেরিয়াছে রাজধানী, আঘাতিছে দ্বারে ;
দম্ভ-ভরে উচ্চৈঃস্বরে যাচিতেছে র
কোন্ বীর রবে স্থির, করিয়ে শ্রবণ
দুয়ারে দাঁড়া'য়ে শত্রু করিছে আহ্বান।
কার প্রাণে সহিবেক এত অপমান ?

ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু-শর নিশিত প্রখর
নির্ভয়ে কাটিছে মম কটক-নিকর!
কাটিছে অন্তর প্রিয়ে! বলিব কি আর!
প্রতি শর-ফলা বিদ্ধ হৃদয়ে আমার!
হের দেখ, সৈন্য মম ভাঙ্গিল সকল,
পড়িয়াছে বড় বড় বীর মহাবল!
বীরশূন্য হৈল ত্রয়, কহিতে সরম!
ধিক্ মম বল বীর্য্য! ধিক্ পরাক্রম!!
এখনো জীবিত আমি! মম বিদ্যমানে
দেশের দুর্দ্দশা হেন সহ্য হয় প্রাণে?
এখনি ইহার শোধ করিব প্রদান,
নতুবা সমরানলে আহুতিব প্রাণ!
এমন সুযোগ আর হ'বে কি কখন?
স্বদেশ রক্ষণে প্রাণ করিব বর্জন?
বিনাশিয়া দেশ-বৈরী সম্মুখ সমরে
পড়ি যদি প্রাণ-প্রিয়ে! অমর নগরে
চড়িয়া বিমান দিব্য করিব গমন!
এমন সুযোগ আর হ'বে কি কখন?
বাঁচি যদি আর, কিম্বা এ মহা সংগ্রামে,
পৃথিবী হইতে লুপ্ত করি গ্রীশ নামে;
সমূলে নির্ম্মূল করি দেশ বৈরী-কুল;
লভিব "বিজয়" নাম অক্ষয় অতুল!
ভুবন ভরিয়া যশ ঘোষিবে সকলে,
"ধীর! হইবে ধন্য ত্রয়ের কুশলে!
উত্ত লবে পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি-চয়,
হেক্টরের "কীর্ত্তি স্তম্ভ" রহিবে অক্ষয়!"
বলিতে বলিতে বীর উঠে শিহরিয়া
সহসে বিশাল বক্ষ পড়ে ফিতাইয়া;

বিদ্যুৎ সংযোগ মত উর্দ্ধোন্নত কেশ,
রাগেতে পাকল আঁখি রক্তিম বিশেষ।
উৎসাহে উন্নত দেহ দৃঢ় আশা ভরে
বিপক্ষে নিরীক্ষে বীর অস্থির অন্তরে!
মুহূর্ত্তে মনের ভাব করিয়া গোপন
ইন্দুমুখী মুখইন্দু করেন দর্শন।
কাঁপিলা অন্তরে রামা বুঝিয়া সকল,
মৃদু মন্দ ভাষে কন, আঁখি ছল ছল!—
" প্রাণ নাথ! স্থির পণ বুঝেছি তোমার!
অবলা অবোধ আমি কি বলিব আর!
কি বা জানি? সমুদায় তোমাতে বিদিত!
তোমাকে বুঝা'বে হিত, কে হেন পণ্ডিত?
তবু চরণের দাসী, চরণে তোমার
করে নিবেদন নাথ, শুন একবার!
তোমা হ'তে জ্ঞান তার—তার তব বিদ্যা
ফলিত বিম্বের গুণ—দর্পণের কিবা!
কহ, নাথ, কি কারণে সৃষ্টি এ রণের?
কেন হেন দুরবস্থা তোমার জয়ের?
কোন্ কার্য্য তরে এত সেনার নিধন?
জয় উপকূলে নাথ, কেন গ্রীকগণ?
কোথাকার গ্রীক? তারা কোন দেশবাসী,
কি কারণে লঙ্ঘিয়া অলঙ্ঘ্য জলরাশি?
আসিয়া তোমার পুরী করেছে বেষ্টন?
লোলুপ কি তারা, চায় তব রত্ন [illegible]?
রাজ্য লোভে [illegible] কি প্রবৃত্ত এই [illegible]?
দেশ-বৈরী তবে, প্রভু, বল কি কারণ?
ভুবন বিজয়ী যত, অমর-সুতগণ,
আজি তারা হীনবীর্য্য কিসের কারণ?

কোন্ পাপে তাহাদের এ হেন দুর্গতি ?
কোন্ পাপে মজে তারা, কহ ত্রয়পতি ? (ক্রমশঃ)

পুরীর জগন্নাথ দেব।

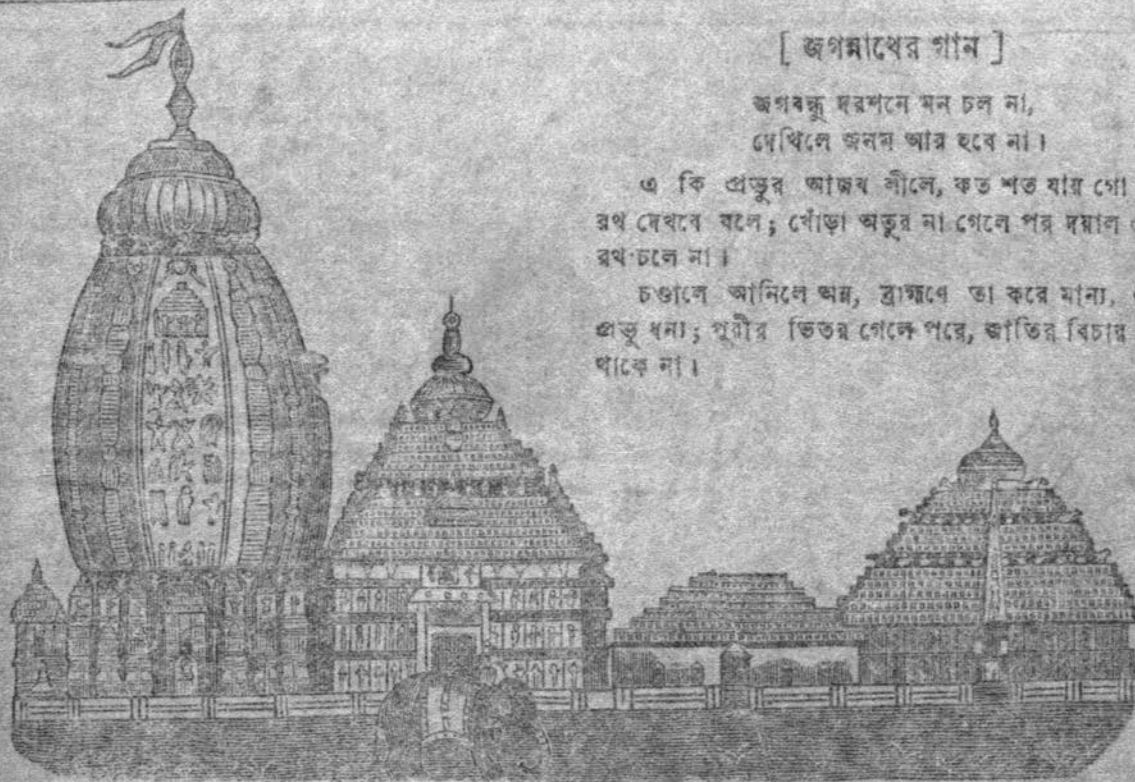
পুরীর প্রসিদ্ধ দেবতা জগন্নাথের বিষয় আমরা সবিস্তার লিখিব, ইতি-পূর্ব্বে পাঠিকাগণকে বলিয়াছিলাম। কিরূপে ইনি পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তদ্বিষয়ের যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু তদ্বিষয়ের আশ্চর্য্য পৌরাণিক উপাখ্যান ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা লিখিতেছি, ইহার কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ কল্পিত, পাঠিকাগণ একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এক সময় বিষ্ণু পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হন এবং তাঁহার অন্বেষণে লোক সকল সমুদায় ভূমণ্ডল ভ্রমণ করে, কিন্তু কোথায় কেহ তাহার অনুসন্ধান পায় না। মালোয়াধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার অনুসন্ধানার্থ দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটী ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। অনেক দিন গত হইল দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা ফিরিলেন, কোথায়ও বিষ্ণুর কোন সন্ধান পাইলেন না ; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব দিকে গিয়াছিলেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না। এই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাঞ্চলের জঙ্গলে বহুদূর প্রবেশ করিয়া বাসু নামক এক শবর বা ব্যাধের বাটীতে উপনীত হইলেন। ব্যাধ আদরের সহিত তাঁহার অতিথি সৎকার করিল, কিন্তু তাহার কন্যা ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিবার জন্য একান্ত প্রার্থিনী হইল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে গ্রহণ করিয়া নীচ হইয়া যাইবেন, এই ভাবিয়া বিবাহে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিলে তাঁহার প্রাণ সংহার হইবে, বাসু এই ভয় প্রদর্শন করাতে কাজে কাজেই শবর কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া এক প্রকার কারাবদ্ধ হইলেন, আর শ্বশুর গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পান না। ব্রাহ্মণ কিছু দিন থাকিয়া দেখিতে পান, বাসু ফল পুষ্প লইয়া প্রতিদিন প্রাতে গৃহ হইতে চলিয়া যায় এবং দিবাবসানে ফিরিয়া আইসে। স্ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে সে বলিল, তাহার পিতা প্রতিদিন ফল ফুল দিয়া জগন্নাথ দেবের পূজা করিয়া আইসেন। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং তিনি বাধের সঙ্গে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাধ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার পায় না, পরে কন্যার অনেক কাকুতি মিনতিতে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণ পাছে পথ চিনিতে পারে, এই ভয়ে শবর তাঁহার চক্ষে সাত পুরু কাপড় বান্ধিয়া লইয়া যায়। তিনি স্ত্রীর পরামর্শে এক থলিয়া শর্ষপ সঙ্গে লন এবং তাহা পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যান। শবরের আদেশে চক্ষু খুলিলে দেখেন, সম্মুখে একখানি নীল পাথর অক্ষয় বট বৃক্ষতলে রহিয়াছে। এই প্রস্তরের নাম নীলমাধব ছিল। শবর ব্রাহ্মণকে নীলমাধবের নিকট রাখিয়া একটু অন্তরে গেল। ব্রাহ্মণ মনের সাধে সেই প্রস্তর খণ্ডকে পূজা করিতে লাগিলেন। এমন সময় বৃক্ষশাখায় এক কাক বসিয়াছিল, হঠাৎ পড়িয়া গেল এবং দিব্য মূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আপনি সেইরূপ বৃক্ষ হইতে পড়িতে গেলেন, কিন্তু দৈববাণী হইল, "আগে রাজার নিকট আমার সংবাদ দেও।" ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলেন। শবর ফল ফুল দিতে আসিলে নীলমাধবকে দেখিতে পাইলেন না। দৈববাণী হইল "আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি আর জঙ্গলে থাকিতে পারি না, রাঁধা ভাত খাইতে চাই। অতঃপর আমার নাম জগন্নাথ হইবে।" ব্যাধ দুঃখিত হৃদয়ে জামাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে ফিরিয়া গেল, আর নীলমাধবকে দেখিতে পাইল না।

ব্রাহ্মণের জন্য ব্যাধের এই দুর্দ্দশা ঘটিল, এই জন্য ব্যাধ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না, পরে কন্যা জিদ করিয়া বলাতে তাহাকে বিদায় করিল। ব্রাহ্মণ মালোয়াতে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে সুসংবাদ দিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ ১৩ লক্ষ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কাঠুরিয়া সঙ্গে করিয়া জঙ্গল কাটাইতে লাগিলেন। ৪০০ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা বড় গর্ব্বিত হইয়া 'আমার কি সৌভাগ্য, আমি জগন্নাথ দেবকে বাহির করিয়াছি' এই বলিয়া আত্মশ্লাঘা করাতে দেবতা রাগান্বিত হইয়া দৈববাণী করিলেন "তুমি আমার মূর্ত্তি গড়িবে,

জগন্নাথের পুরী।



[জগন্নাথের গান]

জগবন্ধু দরশনে মন চল না,
দেখিলে জনম আর হবে না।

এ কি প্রভুর আজব লীলে, কত শত যায় গো চলে, রথ দেখবে বলে; খোঁড়া অতুর না গেলে পর দয়াল প্রভুর রথ চলে না।

চণ্ডালে আনিলে অন্ন, ব্রাহ্মণে তা করে মান্য, এ কি প্রভু ধন্য; পুরীর ভিতর গেলে পরে, জাতির বিচার আর থাকে না।

কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইবে না।” অতঃপর নীলমূর্ত্তি পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু জগন্নাথকে পাইলেন না। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য বিশুদ্ধ চরিত্র ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে উপযুক্ত পুরোহিত না পাইয়া স্বর্গ হইতে ব্রহ্মাকে আনিতে গেলেন। ব্রহ্মা তৎকালে তপস্যাতে নিমগ্ন ছিলেন, রাজাকে তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে অনেক বৎসর গত হইয়া যায় এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের সিংহাসনে অনেক রাজা রাজত্ব করেন, মন্দিরটীও মাটীর মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে পুতিয়া যায়, তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যিনি তৎকালীন রাজা, তিনি সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঘোড়াশুদ্ধ পড়িয়া গেলেন এবং ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে মন্দিরের চূড়া বাহির হইল। রাজা পরে ভূমি খনন করিয়া দিব্য মন্দির রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন এবং নিজের বলিয়া অধিকার করিলেন। এই সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া যেখানে মন্দির ছিল, তথায় উপনীত হইলেন। মন্দির কাহার, এই বিষয় লইয়া দুই রাজায় বিবাদ হইল। অক্ষয় বটবৃক্ষে ভুষণ্ডী কাক ছিল, ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, “আমি ব্রহ্মা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, মন্দির কাহার, তুমি ইহার যথার্থ সাক্ষ্য দান কর।” কাক বলিল “তুমি কোন্ ব্রহ্মা?” ৫ দিন হইল সহস্র মুখ ব্রহ্মা দেখিয়াছি, তুমি চতুর্ম্মুখ কলা বিষ্ণু দেহ হইতে না উৎপন্ন হইয়াছ? ব্রহ্মা বিনীত হইয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলে কাক বলিল, “রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দিরের যথার্থ নির্ম্মাণকর্ত্তা ও অধিকারী।” মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে জগন্নাথকে পাইবার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। পরে জগন্নাথ যেখানে একখণ্ড কাষ্ঠ হইয়া ছিলেন, স্বপ্নে রাজাকে বলিয়া দিলেন। রাজা ৫০০ হাতী ও অসংখ্য লোক জন লইয়া গেলেন, পরে রক্তবর্ণ কাছি বাঁধিয়া কাষ্ঠখণ্ড টানিবার আদেশ দিলেন, কিন্তু সকলে মিলিয়া টানিয়া তাহা এক চুলও সরাইতে পারিল না। তখন বাসুকে ডাকিবার জন্য দৈববাণী হইল, বাসু আসিয়া ধরিবামাত্রই কাষ্ঠ উঠিয়া চলিল। সেই কাষ্ঠে ভাল করিয়া বিষ্ণু মূর্ত্তি গঠন করিবার

জন্য রাজা যত দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারীকর আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে অনেক ভূমি ও টাকা দিয়া স্বরাজ্যে বসাইলেন। কিন্তু কারীকরেরা যে অস্ত্র দিয়া কাষ্ঠ কাটিতে যায়, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে বিষ্ণু স্বয়ং এক বৃদ্ধ সূত্রধারের বেশ ধারণ করিয়া রাজার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন " ২১ দিনের মধ্যে আমি মন্দিরের ভিতর বসিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া দিব, কিন্তু ইতিমধ্যে কেহ মন্দিরের দ্বার খুলিতে পারিবে না।" 'তাই হইবে' বলিয়া রাজা তাঁহাকে একাকী মন্দিরের মধ্যে চাবি দিয়া গড়িতে আদেশ করিলেন। ইতিমধ্যে রাণী পুত্রকামনায় জগন্নাথের মুখ দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হন এবং একবার দ্বার খুলিবার জন্য রাজাকে উপরোধ করিয়া ধরেন। রাজা মহিষীর উপরোধ কোনরূপে ছাড়াইতে না পারিয়া দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তিনটী মূর্ত্তি কোমর পর্য্যন্ত খোদিত হইয়াছে। জগন্নাথ বলরামের হাতের কুনুই পর্য্যন্ত হইয়াছে, সুভদ্রার হাত মূলেই হয় নাই। মূর্ত্তি গঠন সেই পর্য্যন্তই বন্দ হইল। রাজা তখন অত্যন্ত দুঃখে কাতর হইলে জগন্নাথ দেব দৈববাণীতে বলিলেন, তুমি এখন বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, " আমি এই চাই যেন দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময় দেবতার ভোগ আসা বন্দ না হয় এবং প্রাতঃকাল হইতে দুপর রাত্রি পর্য্যন্ত সকলের মুক্তির জন্য মন্দিরের দ্বার খোলা থাকে।" তাঁর নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলে বলিলেন " আমি যেন বংশের শেষ রাজা হই; আর কেহ যেন 'জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিল, জগন্নাথের নাম ডাকিতে শিখাইল; একথা বলিতে না পারে।" তিনি যে যে বর চাহিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল।

জগন্নাথের পৌরাণিক বৃত্তান্ত যাহা হউক, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা যে এই বিগ্রহ ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে দুইটী রাজা ছিলেন বোধ হয়। একটী কেশরী বংশীয়, তিনি যবনদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া জঙ্গল হইতে জগন্নাথকে উদ্ধার করেন। ৩১৮ সালে যবনেরা উড়িষ্যা দেশ অধিকার করে, সেই সময় পুরোহিতেরা জগন্নাথকে লইয়া জঙ্গলে পলাইয়া যান। জগন্নাথ

জঙ্গলে প্রায় ১৫০ বৎসর ছিলেন। বাস্থ এই জগন্নাথকেই পূজা করিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা মন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতে না হইতে তিনি মরিয়া যান। দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন ১১৯৮ সালে মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে যবন সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর সকল দেব মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া জগন্নাথকে লইয়া যায় এবং গঙ্গার ধারে চিতা করিয়া পোড়ায়। অর্দ্ধ পোড়া জগন্নাথকে এক ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। গঙ্গা তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যান, পরে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করে। কথিত আছে, কালাপাহাড় জগন্নাথকে অপমান করিয়াছিল বলিয়া হাত পা খসিয়া মরিয়া যায়।

জগন্নাথ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধেরা বর্ত্তমান সময়ের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই দেবতা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন এইরূপ অনুমান হয়। বৌদ্ধেরা যখন ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হন, তখন তাহাদিগের শাস্ত্র পুরীতে রক্ষিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধের এক স্বর্ণদন্তও এখানে ছিল। উৎকল সর্ব্বতীর্থ স্থান, সর্ব্ব পাপহর দেশ কপিল সংহিতাতে এই বলিয়া ইহার অনেক গুণব্যাখ্যা আছে। উৎকলে বৌদ্ধদিগের প্রতিষ্ঠিত এত মঠ আছে যে তাহার বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকা। সকলেই জানেন পুরীতে জাতি বিচার নাই, সেখানে একজন চণ্ডালও ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে তাঁহাকে সচ্ছন্দচিত্তে ভোজন করিতে হয়। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বলিয়া যাহা বিক্রীত হয়, তাহা শুষ্ক অন্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কথিত আছে এক রাজা এই মহাপ্রসাদ খাইতে অবজ্ঞা করাতে মহাব্যাধিগ্রস্ত হন এবং কুকুরের মুখ হইতে মহাপ্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক খাইয়া পরে আরোগ্য লাভ করেন। জাতিবিচার না করিয়া ছত্রিশ জাতির ছোঁয়া অন্ন ভোজন করা বৌদ্ধদিগেরই মত, সেই মত হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য এই কৌশল করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নিরাকার মূর্ত্তি যত সংক্ষেপে প্রকাশ হইতে পারে, সেই উদ্দেশে হস্ত পদ হীন 'জগন্নাথ মূর্ত্তি' নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বহিংসা পরিত্যাগ কর, বিনীত হও, বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রধান মত সকলও জগন্নাথ তীর্থের উপদেশ। আর 'জগন্নাথ' যে নাম

তাহাও কোন পৌত্তলিক দেবতার নাম নহে, সকল জগতের অধিপতি এক ঈশ্বরের নাম। এই জন্য জগন্নাথ পূজা সাধারণ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক উন্নত। কিন্তু পুরীতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। পুরীতে তেত্রিশ কোটী দেবতার কাহারও মূর্ত্তি ও পূজার অভাব নাই, অথচ হিন্দুধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ মত সকলও ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত অনুসরণ করা হইয়া থাকে।

আশ্চর্য্য বিবাহ প্রথা।

কয়েকটী আমেরিক যুবতী অসভ্য ফিজি জাতির রাজাকে বিবাহ করিতে চান, তাহাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "যে স্ত্রীলোকেরা যাচিয়া পুরুষকে বিবাহ করিতে যায়, তাহারা নির্লজ্জা, আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি।" এই বলিয়া রাজা তাহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। বস্তুতঃ পুরুষই স্ত্রীলোককে অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করিবে, স্ত্রীলোক উপযাচিকা হইয়া পুরুষের পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলে শীলতা ও ভদ্রতার বিরুদ্ধ বোধ হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে পুরুষগণই বিবাহার্থী হইয়া আসিতেন, কন্যা মনোমত পতিকে বরণ করিয়া লইতেন। কোন রমণী উপযাচিকা হইয়া বিবাহ করিতে গেলে হিন্দুগণ তাহাকে পুংশ্চলী বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু সভ্য দেশীয় নারীগণ ক্রমশঃ নির্লজ্জতারই পরিচয় দিতেছেন। ফ্রান্সের অন্তর্গত ফিনিষ্টার বিভাগে বিবাহার্থিনী কন্যার বাজার বসিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তথায় যে প্রথা আছে, তাহা অবগত হইয়া পাঠিকাগণ অবশ্যই আশ্চর্য্য হইবেন।

ফরাসী রমণীগণ বিবাহার্থিনী হইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট দিন ঘোষণা করিয়া দেন এবং সেই দিন গ্রামস্থ সেতুর উপরে দলবদ্ধ ও সুসজ্জিত হইয়া বরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। নানা প্রদেশের কন্যাগণ নানা প্রকার বেশ ভূষা করিয়া সমাগত হন। সেণ্ট পোলিয়ারের কৃষক কন্যা অলকলাঞ্ছিত বদন মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বুটী তোলা কাপড়ের ঘেরা দিয়া বসেন, ঘেরাটী কালী প্রতিমার ছটার মত দেখায়। তাঁহার নিকটে স্থূলাঙ্গী

টুলাইসিনী রমণী বৃহৎ ঘাঘরার বাহার দিয়া বসেন। লেওনার্ডের রমণী নানাবর্ণ রঞ্জিত সুইস পরিচ্ছদ পরিয়া শোভা প্রকাশ করেন, তাঁহার নিকটে সন্ন্যাসিনীপ্রায় (নন) বেশধারিণী সেণ্ট থিওগনেক প্রদেশের কন্যা নম্রবেশে উপবেশন করেন। এইরূপ বিবিধ রুচি ও আচার সম্পন্ন কামিনীগণ বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেতুটীকে অপূর্ব্ব শোভায় সজ্জিত করিয়া থাকেন। সেতু নিম্নস্থ হ্রদ অতি স্থির, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতিবিম্ব অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়। বস্তুতঃ শোভা সৌন্দর্য্য ও আমোদ প্রমোদের এরূপ ছবি প্রায় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিবাহার্থী যুবকেরা পিতামাতা ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে সেতুর উপরে উপনীত হন। তাঁহারা আসিলেই বিবাহার্থিনী রমণীগণ সকল কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ নিঃশব্দ হন। তাঁহারা সেতুর দুই আলসের উপরে সারি গাঁথিয়া বসিয়া থাকেন। বরেরা আগমন করিয়া গম্ভীরভাবে সেতুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বারংবার পাইচাড়ি করিয়া বেড়ান, এবং উভয় পার্শ্বস্থ রমণীগণের বদনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। যাঁহার মুখ যে বরের মনোনীত হয়, সেই বর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করেন এবং তাঁহাকে আলসে হইতে নীচে নামাইয়া লন। সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে সাদর সম্ভাষণ হয় এবং পরস্পরে পরস্পরের প্রশংসা করিতে থাকেন। যুবক কতকগুলি ফল লইয়া তাঁহার মনোনীত কন্যার হস্তে প্রদান করেন, তিনি স্থিরভাবে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বর কন্যার পিতা মাতা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্তানদিগের বিবাহের কথাবার্ত্তা হন। উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া পরস্পরের কর সঞ্চালন করেন এবং তাহাতেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। তৎপরে সমারোহ পূর্ব্বক উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সভ্যদেশীয় স্ত্রীলোকগণ উপযাচিকা হইয়া বিবাহ করিবার আর এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংবাদ পত্রে আপনাদিগের রূপ, গুণ, বয়স, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির পরিচয় এবং কিরূপ স্বামী চান তাহারও বর্ণনা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করেন। ইহাতে তবু অনেকটা সম্ভ্রম রক্ষা হয়, কিন্তু কন্যার বাজার বসান যার পর নাই হাস্যকর।

নারী চরিত।

আনা লেটিসিয়া বারবল্ড।

ইংলণ্ডীয় বিদ্যাবতী রমণীদিগের মধ্যে আনা বারবল্ড একজন প্রধান ছিলেন। তিনি গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনা দ্বারা ইংরাজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং ইংরাজ জাতির বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি সাধন করেন। তিনি তাঁহার সুকোমলপ্রকৃতি হেতু শিশুগণের বন্ধু বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আনা বারবল্ড রেবরণ্ড জন একেন্ ডি ডির একমাত্র কন্যা ছিলেন। লিষ্টার সায়ারের অন্তঃপাতী কিবওয়ার্থ হারকোর্ট নামক স্থানে ১৭৪৩ সালের ২০ এ জুন ইঁহার জন্ম হয়। এই সময় তাঁহার পিতা উক্ত স্থানের একটী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেন এবং তাঁহার পিতা মাতা যত্ন সহকারে তাঁহার সুশিক্ষা বিধানের উপায় করেন। ১৭৭৩ সালে তাঁহার রচিত পদ্য সকল একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকখানির এরূপ সমাদর হয় যে সেই বৎসরেই ইহা উপর্য্যুপরি চারিবার মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। এই বৎসরেই তিনি তাঁহার সহোদর ডাক্তার একেনের সহিত মিলিত হইয়া গদ্যে 'বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ' বলিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করেন। ১৭৭৪ সালে ইনি রেবরণ্ড রচমণ্ট বারবল্ড নামে একজন ধর্ম্মযাজকের পাণিগ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট বংশোদ্ভব ছিলেন, কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মের সকল মত মানিতেন না। রেবরণ্ড বারবল্ড সফোক সায়ারের পালগ্রেভ নামক স্থানের ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন, তথায় বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিলেন। বিবী বারবল্ডের যত্ন ও পরিশ্রমেই এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়। এই রমণী যে কয়েকটী বালককে সম্পূর্ণরূপে আপনার শিক্ষাধীনে গ্রহণ করেন, তাহাদিগের মধ্যে লর্ড ডেনহাম একজন, ইনি পরে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি হন। সার উইলিয়ম জেল আর একজন। এই সকল বালকের জন্য তিনি গদ্যে 'স্তোত্র' রচনা করেন। ১৭৭৫ সালে তিনি ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ বলিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, ইহাতে ডেবিডের স্তোত্র হইতে কতকগুলি স্তোত্র সংগৃহীত হয় এবং তৎসঙ্গে

ঈশ্বরভক্তি সম্বন্ধে রুচি এবং সম্প্রদায় ভেদ বিষয়ক মত আলোচিত হয়। এই বৎসরে তিনি প্রথম শিক্ষা বিষয়ে 'Early Lessons' নামক এক পুস্তক প্রচার করেন, শিশুশিক্ষার উপযোগী পুস্তক সকলের মধ্যে ইহা অদ্যাপি অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত।

১৭৮৬ সালে বিবী বারবল্ড পতি সমভিব্যাহারে ইউরোপ খণ্ড ভ্রমণ করিয়া হ্যামষ্টেড নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তথা হইতে সময়োচিত বিষয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন, সে সকলে তিনি হুইগ বা সাধারণ লোকের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার পিতা "Evenings at Home" সায়ংকালীন গল্প নামে কতকগুলি অতি সহজ ভাষায় লিখিত সুন্দর প্রবন্ধ প্রচার করেন, ইহার প্রণয়ন বিষয়ে তিনি পিতার সহকারিতা করেন। তিনি কবি আকেনসাইড ও কলিন্সের লেখার উপর সমালোচনা করিয়াও তাঁহাদিগের কাব্য পুনর্মুদ্রিত করেন। ১৮০২ সালে বারবল্ড সাহেব লণ্ডনের সন্নিহিত নিউইংটন গ্রীণের উপাসক মণ্ডলীর যাজক পদে নিযুক্ত হন। ইহাতে তাঁহাদিগকে হ্যাম্পষ্টেড পরিত্যাগ করিয়া নিউইংটন গ্রামে বাসস্থাপন করিতে হয়। ১৮০৩ সালে বিবী বারবল্ড স্পেক্টেটর, টাট্লার এবং গার্ডিয়ান হইতে প্রস্তাব সকল সঙ্কলন করিয়া একটী দীর্ঘ ভূমিকার সহিত মুদ্রিত করেন, তৎপর বৎসর উপন্যাস লেখক রিচার্ডসনের পত্রাদি একত্র করিয়া মুদ্রিত করেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার একটী অতি উৎকৃষ্ট জীবনচরিত লিখিয়া দেন।

১৮০৮ সালে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। বিবী বারবল্ড তাঁহার স্মরণার্থ একটী গানে এবং তাঁহার ১৮১১ সালের কাব্যে স্বীয় শোকভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য আলোচনা দ্বারা শোকাবেগ নিবারণের মানসে তিনি ব্রিটিস উপন্যাস রচকদিগের লেখা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং তৎসঙ্গে ভূমিকা, জীবনী ও সমালোচনা প্রচার করেন। ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া এই গুণবতী ও সাধ্বী রমণী ১৮২৫ সালের ৯ ই মার্চ্চ পরলোক যাত্রা করেন। বিবী বারবল্ডের কতকগুলি সঙ্গীত অনর্গল ও সুমিষ্ট। তাঁহার বসন্তের গান কলিন্সের অতি উৎকৃষ্ট অনুকরণ। তিনি অমিত্রাক্ষরেও কতকগুলি কাব্য লেখেন, সে গুলিতে গম্ভীর কোমলতা ও উচ্চ চিন্তার পরিচয় পাওয়া

যায়। তাঁহার ভ্রাতস্পুত্রী কুমারী লুসি একিয়েন তাঁহার বিষয়ে এইরূপ বলেন, তাঁহার প্রথম লেখাতে যেমন, শেষ লেখাতেও তেমনি তাঁহার সুন্দর চিত্রকারিতা ও ঐতিহাসিক বর্ণনার প্রাচুর্য্য দেখিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যৌবনকালে তাঁহার কল্পনাশক্তি প্রখর বুদ্ধিশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার লেখনী দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই নিষ্ফল হয় নাই। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার বুদ্ধির তেজস্বিতা কমিয়া যায় এবং কল্পনাশক্তির আধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।" চার্লস জেমস ফক্স বিবী বারবলডের সঙ্গীত সকলের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বিরচিত পুস্তক সকলে তাঁহার মানসিক অসাধারণ তেজস্বিতা, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার প্রতি প্রবল স্পৃহা এবং প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবী বারবলড অনেক হৃদয়ে গভীর, সুদৃঢ় এবং স্থায়ী ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাহার ভাবী ধর্ম্মোন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, তাঁহার কবিত্ব পূর্ণ লেখা ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল ভিন্ন আর কোন পুস্তকের লেখা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে তাঁহার প্রকৃতি বর্ণনা পাঠ করিয়া প্রকৃতির সহিত একতান হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণানুকীর্ত্তন না করিয়া কেহ নিরস্ত থাকিতে পারে না:—

প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকাল শিক্ষিত বিবী বারবলডের সরল লেখা মনে পড়ে এবং স্বভাবের বিচিত্রতা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিতে হয় "কেমন প্রত্যেক বৃক্ষ তাহার মুকুলোদ্গমের সময় জানে। তাহারা সেনাগণের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া সজ্জিত প্রত্যেকে তাহার যথানির্দ্দিষ্ট স্থান চিনে এবং আপনার স্থানে দণ্ডায়মান হয়।"

"সুন্দর কুসুম সকল ভূমি ভেদ করিয়া ত্বরান্বিত মুখ তুলিতে থাকে। যখন বসন্তাগম হয়, তখন তাহারা বলে, আমরা এখানে আছি।" এইরূপ কবিত্বপূর্ণ চিত্র দ্বারা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে "প্রত্যেক শস্য ক্ষেত্র এক একখানি গ্রন্থ এবং প্রত্যেক চিত্র বিচিত্র পুষ্প হইতে এক একটী পাঠ শিক্ষা করা যায়। প্রত্যেক স্রোতস্বতী উপদেশ দান করে এবং প্রত্যেক বায়ু

হিল্লোল কথা কহিতে কহিতে চলিতে থাকে। এই সকল পদার্থ সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ গান করে, তাহারা সকলেই বলে তিনি মঙ্গলময়।” তাঁহার শিশু-শিক্ষার পুস্তক সকল এইরূপ কোমল ও পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ। বালক বালিকাদিগের সুকুমার হৃদয়ে ইহা দ্বারা নীতি ও ধর্ম্মের বীজ সকল অঙ্কুরিত হয় এবং তাহাদিগের ভাবী জীবনের অশেষ কল্যাণের কারণ হইয়া থাকে।

কুমারী লুসী একেন নিজে একজন অসাধারণ বিদ্যাবতী রমণী ছিলেন। বিবী বারবল্ডের বিষয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—

“পবিত্র ও উন্নতচিত্ত বলিয়া বিবী বারবল্ডের প্রশংসা করা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার শিক্ষা, সংসর্গ, জীবন প্রণালী এবং তাঁহার লেখার সমগ্র ভাবই তাঁহার এইরূপ প্রকৃতির সাক্ষ্য দান করিতেছে। অন্য ভগিনীর, বিশেষতঃ যাঁহারা সমকক্ষ তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ শুনিয়া আনন্দিত হওয়া স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে একটী উচ্চতর ও অসাধারণ গুণ, বিবী বারবল্ড এই গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি সমকালবর্ত্তিনী প্রায় সমুদায় গ্রন্থকর্ত্রীর সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি কথোপকথন, পত্রালাপ বা গ্রন্থ রচনা কালে এই সকলের কাহার প্রতি ভক্তি, সম্মান অথবা স্নেহ প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইতেন না। সামান্য লেখিকাগণ তাঁহার নিকট উপদেশ বা সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি আগ্রহ সহকারে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তিনি শিশুদিগকে বিশেষতঃ বালিকাদিগকে স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহাদিগের সঙ্গ ভাল বাসিতেন এবং কখন কখন তাহাদিগকে আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দুই এক সপ্তাহ বা দুই এক মাস রাখিতেন। তাহাদিগকে আপনার বাটীতে আনিয়া নানা প্রকারে আমোদিত করিতে ও শিক্ষা দিতে কোন চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না এবং তাহারা গৃহে ফিরিয়া গেলেও মধ্যে মধ্যে চিটী লিখিয়া বা উপঢৌকন পাঠাইয়া আপনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন।

দাম্পত্য ধর্ম্ম পালনে তিনি প্রণয় এবং কর্ত্তব্যের উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তাঁহার ভ্রাতার প্রতিও এরূপ অনুরাগ ছিল যে শত সহস্র প্রকারে তাহার পরিচয় দিতে ব্যস্ত থাকিতেন। কেবল তাঁহার

Smp 3860 dt 26/8/09

ভ্রাতা নয়, ভ্রাতার আত্মীয় পরিবার সকলে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া স্নেহ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

বিবী বারবল্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার লেখা সকল সংগৃহীত হইয়া তিন খণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অতি সমাদরে অধীত হইয়া থাকে।

বাবিলনের শূন্যস্থ উদ্যান।

শূন্যের উপর কি কখন উদ্যান থাকিতে পারে? কিন্তু বাবিলনে একটী উদ্যান এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে দূর হইতে ইহা শূন্যোপরি ঝুলিতেছে বোধ হইত। বস্তুতঃ এটী একটী যার পর নাই অদ্ভুত ব্যাপার, সেই জন্য মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত সাতটী আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে ইহাও একটী প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাবিলন মহানগর এক সময়ে পৃথিবী মধ্যে অসীম গৌরবান্বিত ও অপরিমেয় সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। নিবাজর নামক ইহার এক সম্রাট্ আমিটিস্ নাম্নী মিডিয়ারাজ আষ্টিয়াজিসের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। মিডিয়া প্রদেশ পর্ব্বত উপত্যকা প্রভৃতি স্বাভাবিক দৃশ্যে সুশোভিত, কিন্তু বাবিলনের সর্ব্বত্র সমভূমি। রাজ্ঞী বাবিলনের সমতল দৃশ্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া পিতৃরাজ্য মিডিয়া দর্শনার্থ সর্ব্বদা কাতর হইতেন। তাঁহার সন্তোষ সাধনের জন্য সম্রাট্ এই আশ্চর্য্য উদ্যান রচনায় উত্তেজিত হন। তাঁহার আদেশে ২ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করে। ইহা দেখিলে স্বভাবের কীর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। উদ্যানের প্রত্যেক দিকে ৪০০ ফুট প্রশস্ত ভূমি ছিল। খিলানের উপর থাক থাক হইয়া উদ্যানটী উত্থিত হইয়াছিল এবং তাহার সর্ব্বোপরিস্থ তল নগরের প্রাচীরের সমান উচ্চ ছিল। এক থাক হইতে অপর থাকে যাইবার জন্য ১০ ফুট প্রশস্ত সোপান শ্রেণী নির্ম্মিত ছিল। খিলানের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ২২ ফিট পুরু করিয়া গঠিত হইয়াছিল। সমুদায় খিলানের উপরে প্রথমে ১০ ফুট দীর্ঘ ৪ ফুট প্রস্থ শিলাখণ্ড সকল স্থাপিত হয়, তাহার উপর নানাবিধ গাছ গাছড়া, তদুপরি

দুই সারি ইষ্টক গ্রথিত। সমুদায় ভূমিটী শিলাতে আবৃত। তাহার উপর উদ্যানের জন্য প্রস্তুত ভূমি; ইহা এত গভীর যে বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষ সকলও তদুপরি বদ্ধমূল হইতে পারিত। মাটী যাহাতে শুষ্ক হইয়া না যায়, সেই জন্য জল যোগাইবার কৌশল ছিল। উদ্যানটী ইউফ্রেটীস নদীতীরস্থ, ঐ নদী হইতে আবশ্যক মত জল তুলিবার জন্য একটী জলের কল ছিল সন্দেহ নাই। কলে জল উঠিয়া সমুদায় বাগানের ভূমি সরস এবং তৎসংলগ্ন বায়ু শীতল করিয়া রাখিত। খিলানের মধ্যে মধ্যে অতি মনোহর অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত ছিল, তথায় রাজযোগ্য সজ্জা ছিল এবং তথা হইতে সমগ্র নগর পরিদর্শন করা যাইত। এই উদ্যানে শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষও উৎপন্ন হইত। ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ সকল যথাক্রম এরূপ সুসজ্জিত হইয়াছিল, যে সমুদায় উদ্যানটী একটী সুন্দর ছবির ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

বিখ্যাত কৃষকগণ।

কৃষি ব্যবসায় এ দেশে অতি নীচ এবং ইতর লোকদিগের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু কত বড় বড় লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন অবগত হইলে আশ্চর্য্য মানিতে হয়। বাইবেলের মতে সকল মনুষ্যের আদিপুরুষ আদম কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন। বস্তুতঃ সকল মানব পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা সক্রেটিস্ কৃষক ছিলেন, কিন্তু তিনি মনোবিজ্ঞান ও নীতিজ্ঞতায় অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। সিনসিনেটস্ নামক রোমান ডিক্‌টেটর কৃষক ছিলেন, তিনি ক্ষেত্রে হলচালনা করিতেছিলেন, এমত সময় রোমের প্রধান লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া " সর্ব্বাধ্যক্ষ " পদে নিযুক্ত করেন। তিনি রোমে শান্তিস্থাপন করিয়া দিয়া পুনরায় হলচালনায় নিযুক্ত হন। বরন্স নামক প্রসিদ্ধ কবি কৃষক ছিলেন, ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে করিতে তিনি স্বর্গীয় কবিত্ব রসে উন্মত্ত হইতেন। রোমের কর্ণিলিয়স সিপিও পৃথিবীময় রোমের জয়গৌরব বিস্তার করিয়া শেষে নির্জ্জনে বাস ও কৃষিকার্য্যে আমোদ লাভ করেন। উইলিয়ম রস্কো কৃষক ছিলেন, তাঁহার মতে

স্বহস্তে কোদালপাড়া অপেক্ষা পৃথিবীতে সুখকর কার্য্য আর কিছুই নাই। মহাত্মা ওয়াসিংটন কৃষক ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌কে স্বাধীন করিয়া এবং সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশের অশেষ সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়া অবশেষে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং বিজন বাস ও কৃষক জীবন অবলম্বন করেন। পূর্ব্বকালের কৃষিপ্রিয় আরো অনেক মহৎ ব্যক্তির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু অত দূরতর সময়ে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত অনুরাগিণী। ওয়াইট দ্বীপে তাঁহার এক প্রাসাদ আছে, তিনি গ্রীষ্মকাল তথায় যাপন করেন। সেইখানে কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিযন্ত্রের উত্তমরূপ বন্দোবস্ত আছে। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ তথায় গিয়া স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষিকার্য্য কেবল জীবিকার জন্য নয়, শারীরিক সুস্থতা ও চিত্তের প্রফুল্লতা লাভের বিশেষ উপযোগী। আমাদিগের পাঠিকাগণ এ কার্য্যে ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া আপনারা একটু একটু কৃষিকার্য্য করেন এবং সন্তানগণকে ইহার শিক্ষা দেন, ইহা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

আরবীয় ঝটিকা।

আরব দেশে মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝটিকা উৎপন্ন হয়, ইহাকে দেশীয়েরা সামীল এবং ইংরাজেরা সাইমুম বলিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার উষ্ণ বাত্যা, যে স্থান দিয়া বহমান হয় তথাকার সকল পদার্থ শুষ্ক ও ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা দেশের মধ্যস্থলে প্রায় প্রবাহিত হয় না, আরবের উত্তর সীমায় মেক্কার চতুর্দ্দিকে এবং তুরস্কের বসোরা, বাগদাদ ও আলিপো প্রভৃতির মরুভূমি দিয়া বহিয়া থাকে। সূর্য্যোত্তাপে ভূমি সকল অতিশয় উত্তপ্ত এবং গ্রীষ্ম প্রবল হইলেই এই ঘটনা হয়। আরবেরা প্রায় বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া থাকে, বাত্যা বহিলে এক প্রকার গন্ধকের গন্ধ এবং আকাশের রক্তিম বর্ণ দ্বারা জানিতে পারে। আকাশ মণ্ডল অন্য সময় শান্ত ও পরিষ্কার থাকে, কিন্তু বাত্যা বহিলে ঘোরাল দেখায়; সূর্য্য নিষ্প্রভ

ও পীতবর্ণ হয়; বায়ু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকাকণায় পূর্ণ হইয়া ঘন, উত্তপ্ত এবং শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহের অনুপযোগী হয়। অত্যন্ত শীতল বস্তুও উষ্ণ হয়, মার্ব্বেল লৌহ ও জলে স্পর্শ করিলে হস্ত দগ্ধ হয়। তরল পদার্থ মাত্রেই শুখাইয়া ঘন হয়, শরীরের চামড়া ফাটিয়া যায় এবং একখণ্ড কাগজ জ্বলন্ত উনানের নিকট রাখিলে যেমন ফাটিয়া যায় এখানেও সেইরূপ হয়। এই বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিলে শ্বাসরোধের মত কষ্ট হয়। শ্বাসযন্ত্রে বায়ু এত লঘু হইয়া যায় যে তাহা বহনাবহন করা যায় না, এক প্রকার অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হয় এবং তাহা দ্বারা চেতনা হত ও প্রাণবায়ু বিনির্গত হয়। বজ্রাহত ব্যক্তির শরীর যেমন অচিরাৎ পচিয়া যায়, এই উষ্ণ বায়ু হত ব্যক্তির দেহেও সেইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যৎকালে কোন গ্রাম বা নগরে এই বাত্যা বহমান হয়, তৎকালে রাস্তায় লোকের গমনাগমন বন্ধ হয়, সকল লোকে আপনাদিগকে গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে, এবং সমুদায় স্থান রাত্রির মত নিস্তব্ধ হয়। বালুকারণ্যের পর্য্যটকেরা কখন কখন পর্ব্বতের গহ্বরের মধ্যে আশ্রয় লয়। কিন্তু নিরাশ্রয় হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই বাত্যা ভূমি হইতে একটু উচ্চতর আকাশ দিয়া বহিয়া থাকে, এই জন্য পথিক যদি ভূমির উপর শুইয়া পড়ে এবং যতক্ষণ বাত্যার প্রকোপ থাকে ততক্ষণ না উঠে, তাহা হইলে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। এইরূপে অনেকে পরিত্রাণ পায়। উষ্ট্র প্রভৃতি পশুরা স্বাভাবিক সংস্কারে বাত্যার আগমন বুঝিতে পারে এবং মাথা হেঁট ও বালুকার মধ্যে নাসিকা প্রবিষ্ট করিয়া রক্ষা পায়। আঁধি বহিলেই বিপদ আরো ভয়ঙ্কর হয়। তখন বালুকারাশি এত অধিক পরিমাণে উত্থিত হইয়া দিক্ সকল ছাইয়া ফেলে যে কয়েক হস্ত দূরের স্থানও দৃষ্টিগোচর হয় না। এরূপ অবস্থায় পথিক তাহার উষ্ট্রের পেটের তলে গিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু বালুকা উষ্ট্রের শরীরের সমান উচ্চ হইয়া পড়ে, এই জন্য বালুকাতে পুতিয়া যায় বলিয়া একবার উষ্ট্রকে নীচে ও একবার মনুষ্যকে নীচে গড়াইতে হয়। অনেক সময় দারুণ উত্তাপ, ক্লান্তি, ভয় ও নিরাশায় মনুষ্য উষ্ট্র সহিত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায় এবং ১০। ২০ মিনিটের মধ্যে বালুকাতে পুতিয়া যায়। বাণিজ্য

যাত্রী দল কখন কখন বালুকা মধ্যে কবলিত হয়, বৃহৎ সৈন্য দলও এই মরুভূমির বাত্যার গ্রাসে পড়িয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়)

স। মা! পশ্চিমাঞ্চলে না কি এমন একটী স্থান আছে, যেখানে এক জায়গার জল বড় গরম, আপনা-আপনি ফুটে?

সু। জল না কি আবার আপনা-আপনি ফুটিতে পারে? হয় আগুণ নয় রৌদ্র লাগিয়া তাহা গরম হইয়া উঠে।

মা। মুঙ্গের সহরের নিকট সীতা কুণ্ড নামে একটী স্থান আছে, তাহার জল স্বভাবতঃ গরম, এমন কি সেই জলে চাউল ফেলিয়া দিয়া ভাত তৈয়ার করাও যাইতে পারে।

সু। মা! এত বড় আশ্চর্য্য, শুধু জলের এমন গুণ! তবে সীতাকুণ্ডে বুঝি সীতা দেবীর কোন আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে?

মা। অজ্ঞান লোকে এইরূপ মনে করে বটে, যে সীতা দেবী সেখানে কোন গুণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা মিথ্যা! সুশীলে! তুমি না এইমাত্র বলিলে যে আগুণ কি রৌদ্র না লাগিলে কোন জিনিষ গরম হয় না?

সু। মা! আমি কথার কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু জলের ভিতর এত আগুণ কি করে থাকিবে?

মা। তোমরা উষ্ণ প্রস্রবণ কাকে বলে শুনেছ?

স। তা শুনিছি, মাটীর ভিতর হইতে গরম জলের ফোয়ারা উঠে। সীতাকুণ্ডও সেইরূপ একটী উষ্ণ প্রস্রবণ বোধ হয়, কিন্তু ইহা কিরূপে এমন হয়?

মা। তোমরা জান, পৃথিবীর ভিতরটা বড় গরম, যদি সেই ভিতরের উষ্ণতার সঙ্গে কোন কূপ বা হ্রদের জল কোন প্রকারে সংযুক্ত হয় তাহা হইলে সে জল চিরকাল গরম থাকে এবং এই প্রকারেই উষ্ণ প্রস্রবণ হইয়া থাকে। ভূমিকম্পে, অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর ভিতরটা অনেক তোলপাড় হইয়া থাকে, সেই সময়ে উষ্ণ প্রস্রবণ উৎপন্ন হয়।

স। ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত, পৃথিবীর ভিতরের গরম তরল পদার্থ উথলিয়া, যে হইয়া থাকে ইহা আমরা পড়িয়াছি, কিন্তু পৃথিবীর ভিতর এত গরম পদার্থ কোথা হইতে আসে?

সু। আমার বোধ হয়, সূর্য্যের উত্তাপ পৃথিবীতে পড়ে তার ভিতরকে গরম করিয়া রাখে।

স। সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবীর পিঠ গরম হয় এবং সে উত্তাপ আবার বাহির হইয়া যায়। আমার বোধ হয়, পৃথিবীর ভিতরে আর কিছু গরম জিনিষ আছে।

মা। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবী আগে একটী বৃহৎ উষ্ণ ও তরল পিণ্ড ছিল, যত দিন যাইতেছে, তত ইহা শীতল হইয়া কঠিন হইতেছে। কিন্তু এখনও পৃথিবীর ভিতরে ভয়ানক অগ্নি সমুদ্র আছে, তাহা না থাকিলে সমুদায় পৃথিবী এত দিনে লৌহপিণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়া যাইত। ভিতরের সেই উত্তাপ পৃথিবীর গর্ভস্থ পদার্থ সকলকেই গলাইয়া ও বিস্তারিত করিয়া মধ্যে মধ্যে পৃথিবীর কঠিন পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে এবং আগ্নেয় পর্ব্বত উৎপন্ন করে। পৃথিবীর ভিতরের যে উষ্ণতা ইহার সহিত সূর্য্যোত্তাপের কোন সম্পর্ক নাই, ইহা ঈশ্বর প্রদত্ত আদিম তাপ।

সু। পৃথিবীর ভিতরে যদি এত উষ্ণতা আছে, তাহা হইলে রাত্রি কাল এত শীতল হয় কেন?

স। সূর্য্যের তাপে পৃথিবীর পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়, আমরা এই পৃষ্ঠের উপর বা'স করি, এই জন্য দিবসে সূর্য্যোত্তাপ পাইয়া গ্রীষ্ম অনুভব করি এবং রাত্রিকালে সূর্য্য হইতে দূরে থাকিয়া শীতল হই।

মা। রাত্রি ও দিবসে শীত ও গ্রীষ্মাধিক্যের কারণ যে সূর্য্য তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা মাটীর মধ্যে যাই, কিঞ্চিৎ নিম্নে কি দিবস কি রাত্রি সকল সময়ে সমান গ্রীষ্ম অনুভব হইবে। সমমণ্ডলে ৭।৫ ফিট নীচে দিবা ও রাত্রিতে গ্রীষ্ম তুল্যানুরূপ।

সু। পৃথিবীর উপরে যেমন গ্রীষ্মকালে অধিক গ্রীষ্ম এবং শীতকালে অধিক শীত হয়, ভিতরে কি সেরূপ হয় না?

মা। পৃথিবীর নীচে দিন রাত্রে যেমন উত্তাপের প্রভেদ নাই, শীত গ্রীষ্মেও সেইরূপ। সমমণ্ডলে ৮০। ৯০ ফিট নীচে গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই এক সমান। পারিস্ মহানগরে ৯০॥ ফিট নীচে একটী তাপমান যন্ত্র স্থাপিত আছে, তাহাতে একাদিক্রমে ৫০ বৎসর তাপ পরিমাণ সমান দৃষ্ট হইয়াছে। এই স্থানের নীচে যত যাইবে, ততই গ্রীষ্মের আধিক্য।

সু। পৃথিবীর খুব নীচে জল লইয়া গেলে কি হয়?

মা। পৃথিবীর ভিতর যত যাইবে, ততই গ্রীষ্ম। ১০০০০ হইতে ২০০০০ ফিট নীচে লইয়া গেলে জল ফুটিবে। সেইখানকার জলের সঙ্গে পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ জলের যোগ থাকিলে তাহাও ফুটিবে। সীতাকুণ্ডের জল এইরূপ কারণে ফুটিয়া থাকে।

নূতন সংবাদ।

১। যে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চিত্র অপর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দুর্লক্ষণ ঘটিয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মন্দিরের গুম্বজ হইতে বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর রত্নবেদীর উপর পড়িয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দুর্ঘটনার সময়ে জগন্নাথ দেব মন্দিরে ছিলেন না, রথোপলক্ষে শশুরালয়ে গিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতে এইরূপ জনরব, মন্দিরের একখণ্ড প্রস্তর খসিলেই সমুদায় মন্দির ভূমিসাৎ হইবে। বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ৭ শত বৎসর হইল রাজা অনঙ্গ ভীম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, এই দীর্ঘকাল মধ্যে আদৌ ইহার সংস্কার হয় নাই। শুনা যায় মন্দিরটী মসলা দিয়া গাঁথা নয়, প্রস্তর খাঁজ করিয়া ২ যুড়িয়া গাঁথা। ইহার পুনঃ সংস্কার করিতে হইলে ১৪ বৎসর লাগিবে।

২। কালীঘাটের কালীর মন্দিরে ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। কালী ঠাকুরাণীর রক্ষকগণ বুঝি নিদ্রিত ছিল, সেই অবসরে চোর তালা ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সোণার খড়্গ, বাউটী প্রভৃতি অনেক বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শ্রীক্ষেত্র ও কালীঘাট উভয় স্থানেরই দেবতার মহিমা এবার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

৩। পৃথিবীর চারিদিকে জলপ্লাবনে এবার দেশ ভাসিয়া গেল। ফ্রান্সের টুলো নামক স্থানে সহস্র সহস্র লোক গৃহশূন্য ও অনেক প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে। আমেরিকার মিসিসিপী নদীর বন্যাতে অনেক স্থান জলমগ্ন হইয়াছে। আবার গঙ্গা যমুনা উথলিয়া উঠিয়া কাশী ও প্রয়াগকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে এই দুর্ঘটনায় অনেক গৃহ পতিত ও অনেক জীব বিনষ্ট হইয়াছে।

৪। বিলাতের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ স্ত্রীলোকদিগকে উক্ত

বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন। ক্রমে স্ত্রীজাতির ন্যায্য অধিকার সভ্য লোকেরা স্বীকার করিতেছেন।

৫। আমাদিগের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্সের ভারত শুভাগমনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পার্লেমেণ্ট সভা হইতে ১১,২০,০০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে এই টাকা দেওয়া হইবে। যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই উদ্যোগ হইতেছে।

৬। বরদার যমুনা বাই তাঁহার সদ্গুণ ও শীলতাদ্বারা সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন।

৭। নিদাজপুরের বদান্যা ও দেশহিতৈষিণী শ্যামামোহিনী গবর্ণমেণ্ট হইতে 'মহারাণী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এটী আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত আহ্লাদের সংবাদ। এখন পুটিয়ার অশেষ গুণবতী রাণী শরৎ সুন্দরীর গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকেও 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করিলে আমাদিগের ক্ষোভ দূর হয়।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা।

পুরুষদিগের বিদ্যা শিক্ষা যেমন আবশ্যক, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা করা 'সেইরূপ কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে স্ত্রী এবং পুরুষ দুই ভাগে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পুরুষদিগকে যেমন বিদ্যা শিক্ষার অধিকার দিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ দিয়াছেন। যদি কেবল পুরুষ জাতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, স্ত্রী জাতি শিক্ষিতা না হন, তবে মনুষ্য পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। হিন্দু শাস্ত্রে লেখা আছে মনুষ্য যত দিন স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তত দিন তিনি অর্দ্ধাঙ্গ থাকেন। স্ত্রীজাতি জন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ, যদ্যপি জনসমাজের এক অর্দ্ধাঙ্গ অনুন্নত থাকে, অপর অর্দ্ধাঙ্গ কখনই পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। বিশেষত পরমেশ্বর স্ত্রীলোকদিগকে যে সকল গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা পুরুষদিগের ন্যায় শিক্ষা করিতে না পারেন এমত নহে। পুরুষদিগের যে প্রকার মানসিক গুণ আছে স্ত্রী জাতিরও সেই রূপ আছে। পুরুষ জাতি যে রূপ উচ্চ উচ্চ শিক্ষা করিতে পারেন, স্ত্রী জাতিও সেরূপ পারেন না এরূপ কখনই হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এবং এখনও অন্য অন্য দেশে অনেক

স্ত্রীলোক উচ্চ উচ্চ শিক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন পূর্ব্বক অশেষ যশঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। এ দেশে লীলাবতী, খনা, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কেবল যে আপনাদের মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন তাহা নয়, জগতের ও অনেক মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যদি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা না পান তাহা হইলে তাঁহারা কোন কার্য্যই উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন না। কিরূপে গৃহ কার্য্য করিতে হয় ও সংসার ধর্ম্ম করিতে হয়, কিরূপে পিতা মাতার সেবা ও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হয়, সন্তান পালন ও তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান করিতে হয় তাহা তাঁহারা কিছু মাত্র জানেন না। গৃহই মনুষ্যের বিদ্যালয় স্বরূপ, মাতাই তাহার বাল্যকালের শিক্ষিকা। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে যে এই সব ভাল রূপে সম্পাদিত হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। স্ত্রী জাতির মধ্যে উত্তম শিক্ষা প্রচলিত না হইলে যে তাঁহাদের মধ্যে মন্দ ভাব থাকিবে এবং তাঁহাদের চরিত্র ভাল রূপ সংশোধিত হইবে না ইহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ধর্ম্মের প্রধান সহায় বিদ্যা, ধর্ম্ম ভাব থাকিলে যদি বিদ্যা না থাকে, তবে অনেক কুসংস্কার থাকিতে পারে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, পরমেশ্বর কি, তাঁহার নিয়ম কি ও তাঁহার উপাসনা কি তাহা তাঁহারা কিছু মাত্র জানিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারা যে কুকর্ম্মে এবং কুসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি? শিক্ষা পাইলেই তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরের ভাব ও তাঁহার কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং যথার্থ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারেন, নচেৎ পশু তুল্য ও অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া কুসংস্কারে নিয়ত নিমগ্ন হইয়া অমূল্য জীবনকে বৃথা নষ্ট করেন। ধর্ম্ম ও বিদ্যায় স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। কবে যে আমাদের দেশের ভগিনীগণ বিদ্যা রস আস্বাদন করিবেন তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের ভগিনীগণের কি শোচনীয় অবস্থা ও জাতির অবস্থা ভাবিলে বাস্তবিকই মনে কষ্ট হয় এবং ইচ্ছা হয় সকল ভগিনী বিদ্যা রস আস্বাদন করিয়া যথার্থ মনুষ্য জন্মের যোগ্য হই। বাস্তবিকই স্ত্রীজাতির প্রকৃত পাঠক

বিদ্যাশিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। ইউরোপীয় ভগিনীগণ নানা বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া ও বিদ্যারসের আস্বাদন পাইয়া আপনাদের জীবনকে সদ্ব্যবহার দ্বারা যাপন করিতেছেন ও দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন মহোপকারিণী মাননীয়া ভগিনীরা কত সুনিয়ম প্রচলিত করিয়া বঙ্গদেশের মহিলাগণের নিমিত্ত কত প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বঙ্গদেশীয় কুসংস্কারাপন্না ভগিনীদের জ্ঞানার্থে এত যত্ন করিতেছেন।

এখন দেখা গেল বিদ্যা শিক্ষার অভাবে কত অনিষ্ট হইতেছে। কেবল যে নিজেদের হইতেছে তাহা নয়, ইহাতে দেশের অনেক অমঙ্গল ঘটিতেছে। অনেকে বলেন স্ত্রীলোক বিদ্যা শিখিলে বিধবা হয়, আবার অনেকে বলেন স্ত্রীলোকেরা যখন অর্থ উপার্জ্জন করিবে না তখন [illegible]দের শিক্ষার আবশ্যকতা কি? এই সকল কথা যে যৎপরোনাস্তি অমূলক এবং ইহা দ্বারা যে দেশের অশেষ অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। যখন স্ত্রীলোক ও পুরুষের মন বিদ্যায় সমান অধিকারী, তখন স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষায় উপকার ব্যতীত অপকার কেন হইবে? বাস্তবিক বিদ্যাশিক্ষায় যে কত সুখ তাহা যাঁহারা এক বার তাহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন। আমাদের দেশে যে এত অধিক শিশু মরণ দেখা যায় এবং ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ ও নানাবিধ অনিষ্ট হয় একমাত্র স্ত্রীলোকদের শিক্ষা না থাকাই তাহার প্রধান কারণ। যদি তাঁহারা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া কি প্রকারে সন্তান পালন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতে হয় ও পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয় তাহা জানিতেন, তবে ঐ রূপ দুর্ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না। এখন দেখা গেল যে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে কোন প্রকারে মঙ্গল নাই। ঈশ্বর করুন আমরা দেশের সকল ভগিনীগণ বিদ্যারত্নে ভূষিতা হইয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করি ও আপনাদের জীবনকে সার্থক করি।

বরদাসুন্দরী
৩য় শ্রেণী—শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়। (১)

(১) এই প্রস্তাব লেখিকা ভারত-সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রী। তিনি যেরূপ অল্প

নারিকেল বৃক্ষ।

যাহারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহাদিগকে উদ্ভিদ কহে। উদ্ভিদ সকল প্রধানতঃ পাঁচ প্রধান ভাগে বিভক্ত; যথা বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ, ও ওষধি। নারিকেল বৃক্ষ বৃক্ষ, কিন্তু স্বভাবতঃ ইহাদিগকে তাল জাতীয় বৃক্ষ কহে। এই প্রকার বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কিছুই নাই, কেবল মস্তকোপরি পত্র সকল ছত্রাকারে পরিবেষ্টিত থাকে। এই বৃক্ষ ১৭। ১৮ হাত উচ্চ হইয়া থাকে; নারিকেল বৃক্ষ উচ্চে যেমন বড় হয়, বেধে সেরূপ হয় না। ইহার পত্র সকল চেরা চেরা। নারিকেল বৃক্ষ তাহার ফলের নামে বিখ্যাত। নারিকেল এই বৃক্ষের স্কন্ধ দেশে কাঁদি কাঁদি ফলিত হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে নারিকেল খাইবার উপযুক্ত হয়। তৎকালে ইহার ভিতর কেবল জল পরিপূর্ণ থাকে; কোন কোনটাতে কোমল শাঁস জন্মে, তখন ইহাদিগকে ডাব কহে। ডাব সকলের জল যেমন খাইতে সুস্বাদ, সেই রূপ উপকারী। নিদাঘ প্রপীড়িত নর গণ যখন অত্যন্ত পিপাসাতুর হয়, তখন একটী ডাব ভাঙ্গিয়া তাহার জল পান করিয়া কত শৈত্য ও আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। ডাবের জল সময়বিশেষে ঔষধের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বসন্ত রোগাক্রান্ত লোকের পক্ষে ডাবের জল মহোপকারী। ভাদ্র আশ্বিন মাসে নারিকেল পরিপক্ক হয়, তখন ইহাদিগকে ঝুনা নারিকেল কহে। এই অবস্থায় নারিকেল দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে। নারিকেল অতি সুস্বাদ ফল। ইহা দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাই অতি সুস্বাদু হয়। নারিকেল দ্বারা নানাবিধ মিষ্টান্ন ও সুস্বাদ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশীয়া মহিলাগণ নারিকেল দ্বারা নানাবিধ ফুল ঝাড় ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন। নারিকেল যদিও সুস্বাদ, তথাপি ইহা অল্প পরিমাণ খাওয়া কর্ত্তব্য; কারণ অধিক পরিমাণ আহার করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। হিন্দুগণ নারিকেলকে বিশুদ্ধ ফল জ্ঞান করেন এবং সেই জন্য প্রায় সকল দেব দেবী পূজা করিবার সময় ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন ফল দ্বারা যাহা

দিন শিক্ষা করিতেছেন তাহাতে তাঁহার এরূপ সুন্দর লেখা দেখিয়া আমরা অতিশয় আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়াছি। বা, বো, স।

যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহার পত্র দ্বারা ও অনেক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পত্র মধ্যে যে ডাঁটা থাকে, তাহাকে শুষ্ক করিয়া তাহা দ্বারা গৃহ সম্মার্জ্জনী নির্ম্মিত হয়। বৃক্ষ দ্বারা গৃহের থাম, আড়া, বরগা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই জাতীয় বৃক্ষ গ্রীষ্মমণ্ডল ও সমমণ্ডল দেশে জন্মে; লোণা ভূমিতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে বরিশালে অধিক পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় গ্রীষ্মের সময় নারিকেলের জল অতিশয় উপকারী ও শান্তিপ্রদ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই বৃক্ষ আবশ্যক জানিয়া দয়াময় পরমেশ্বর অস্মদ্দেশে প্রচুর পরিমাণ নারিকেল বৃক্ষ সৃজন করিয়াছেন। তিনি কোন বিষয়েরই অভাব রাখেন নাই, আমাদের যাহা আবশ্যক তাহাই [illegible] হই। দেখ, শীত [illegible]ধান দেশে নারিকেলের কোন [illegible]বশ্যকতা নাই দেখিয়া তিনি তথায় নারিকেল বৃক্ষ সৃজন করেন নাই। তাঁহার সৃজিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ রাজি হইতে যে আমরা কত উপকার প্রাপ্ত হই তাহা বর্ণনাতীত। দূর হইতে নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণী দেখিতে কি মনোহরই হয়! যখন সায়ংকালে মৃদু মৃদু বায়ু হিল্লোলে নারিকেল পত্র সকল নড়িতে থাকে, তখন মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়! দয়াময় জগদীশ্বর যে, আমাদের অভাব জানিয়া নারিকেল বৃক্ষ সৃজন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যদি তিনি এই বৃক্ষ এতদ্দেশে সৃজন না করিতেন তবে এখানকার লোকদিগের যে কত কষ্ট হইত বলা যায় না। গ্রীষ্মের সময় পিপাসাকালে নারিকেলের জল পান করিয়া যে সুখানুভব হয় তাহা হইত না।

শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু।
৩ য় শ্রেণীস্থ ছাত্রী
হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়। (২)

(২) সম্প্রতি কলিকাতার উপনগরস্থ বালিকাবিদ্যালয় সকলের যে বার্ষিক পরীক্ষা হয়, তাহাতে যত ছাত্রী রচনা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ইহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা ও ঈশ্বর বিষয়ে সচরাচর রচনা লিখিয়া থাকেন। কিন্তু 'নারিকেল বৃক্ষ' বিষয়ে উপস্থিত প্রশ্ন পাইয়া যে বালিকা এরূপ সুসজ্জিত ও অভিজ্ঞতা পূর্ণ রচনা লিখিতে পারেন, তাঁহার শিক্ষা ও রচনা দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। বা, বো, স।

PRINTED AT THE EAST INDIA PRESS. HARINABHI.